দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 9 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

059

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল কেন?

নকল শব্দটি আমাদের সমাজে বহুলপ্রচারিত। বেশ ক'দিন আগেও এই ধিকৃত শব্দটি শুনলে সবারই ঘৃণা মিশ্রিত প্রতিবাদ বের হতো। বর্তমানে কেন জানি এই শব্দটি আমাদের সবারই গা সহা হয়ে গেছে। আরো দশটি অন্যায় যেভাবে সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং তারপরও এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদের সুর সোচ্চার হয়ে উঠে না, নকলের বেলায়ও হয় তো তা-ই হয়েছে। এটি পরিচ্ছন্ন সমাজের জন্য কখনই শুভ হতে পারে না। বর্তমানে প্রাইমারী থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত টিউশনী ব্যবসা জমজমাট। অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়ে একান্ত বাঁচার তাগিদে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী এ পথে পা বাড়ান। যে বেতন তারা পান, তা দিয়ে সংসার নির্বাহ বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, এতে শিক্ষকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা শ্লথ হয়ে পড়ে এবং দুর্নীতির ফাঁক থেকে যায়। এরপর রয়েছে অস্থির রাজনৈতিক প্রবাহ। রাজনৈতিক প্রভাবে পড়ে ছাত্ররা লেখা-পড়া রেখে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। লেখা-পড়ায় মনোনিবেশ করার সময় পায় না, তাই পরীক্ষা এলে তারা খাতায় লিখবে কি? বাধ্য হয়ে তাদের নকলের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। ফল যা হবার তা-ই হয়। তারপর রয়েছে ছায়াছবির প্রতি চরম আকর্ষণ। এখন ঘরে ঘরে এবং পল্লীতে টিভি ও ভিসিআর।

এ ছাড়া আছে নেহায়েত অশালীন ও কুরুচিসম্পন্ন ছায়াছবি— তরুণ ছাত্রদের সদ্য প্রস্ফুটিত মনে দারুণভাবে সাড়া দেয়। কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে বিদেশের কথা উল্লেখ করেন। সেখানকার পরীক্ষা পদ্ধতি আর এ দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নকলের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট কেন্দ্র বেশ সুপরিচিতি লাভ করেছে। বাইরে থেকে ছাত্রা দলে দলে ঐসব কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেয়। সেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দানে বাড়তি সুযোগ-সুবিধার কথা শুনা যায়। কেউ সারা বছর বিনিদ্র রজনী যাপন করে পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পাবে আর কেউবা সারা বছর বখাটেগিরি করে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রথম বিভাগ পাবে— এটি কেমন কথা? সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের গায়ে দাগ পড়বে এটি কারুর কাম্য নয়, ভবিষ্যতের সুযোগ্য নাগরিক ছাত্র সমাজকে দুর্নীতির হাত হতে রক্ষা করতে হবে। আর এ ব্যাপারে প্রশাসন, শিক্ষক সমাজ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

— মোঃ আনিছুর রহমান,
গ্রামঃ কবি রূপসা,
পোঃ-রূপসা.
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।